রাবার বাগান সৃজনে আর্থিক ব্যয় এবং আয় ও পরিবেশগত সুবিধাদি ঃ

ক) রাবার বাগান সৃজনঃ

১. রাবার বাগান সৃজন করতে হলে উচ্চফলনশীল জাতের ১১মাস/২১মাস পদ্ধতির নার্সারী সৃজন করতে হয়। আমাদের দেশে ২১ মাস পদ্ধতির চারা লাগানো সবচেয়ে নিরাপদ।

২. ১ (এক) একর নার্সারী সৃজন করে ১৬,৩২০টি সফল চারা পাওয়া যায়-যা দিয়ে ৫০ একর বাগান সৃজন এবং সৃজিত বাগানের শূণ্যস্থান পূরণ করা হয়।

৩. প্রতি একর নার্সারী সৃজন এবং পরিচর্যায় বর্তমানে বিএফআইডিসি'র (সৃজন-২,০৫,০০০/- +পরিচর্যা ২৮,৩০০/-)= ২,৩৩,৩০০/-(দুই লক্ষ তেত্রিশ হাজার তিনশত) টাকা খরচ হয় (জমির মূল্য ও প্রশাসনিক ব্যয় ব্যতীত)। এতে প্রতি চারা উত্তোলনে খরচ পড়ে প্রায় ১৫/- (পনের) টাকা।

৪. প্রতি একর বাগান সৃজনে প্রশাসনিক ব্যয় ব্যতীত বর্তমানে বিএফআইডিসি'র খরচ পড়ে ৪৩৩৫/- টাকা। প্রতি একর বাগান পরিচর্যায় খরচ পড়ে (১ম বর্ষ-৪৬০৮/-, ২য় বর্ষ-৪৫৫৬/-, ৩য়-৬ষ্ঠ বর্ষ (৪১৬৭ x ৪)= ১৬,৬৬৮/-)=২৫,৮৩২/-টাকা।

৫. বর্তমানে প্রতি একরে ২২৫টি হারে চারা লাগানো হয়-যার মধ্যে ১৮০টি চারা উৎপাদন উপযোগী হয়ে থাকলে সফল বাগান হিসেবে গণ্য করা হয়। এডিবি মিশন রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি একরে ১৫০টি চারা থাকলে সফল বাগান হিসেবে গণ্য করা হয়।

৬. বর্তমানে প্রতি একর বাগান সৃজনে (প্রশাসনিক ব্যয়, অবকাঠামো এবং জমির মূল্য ব্যতীত) সর্বমোট খরচ পড়ে চারা (২২৫ x ১৫/-) = ৩৩৭৫/- + বাগান সৃজন-৪৩৩৫/- + পরিচর্যা-২৫,৮৩২/-) = ৩৩,৫৪২/- টাকা। অবকাঠামো ও প্রশাসনিক ব্যয় প্রতি একর-৩০% সহ সর্বমোট = ৪৩,৬০৬/-টাকা।

খ) রাবার উৎপাদনঃ

১. রাবার চারা লাগানোর পর ৬ (ছয়) বছর পরিচর্যা শেষে ৭ম বছরে উৎপাদনে আসে। উৎপাদনের ১ম বর্ষ হতে ২৫ বছর পর্যন্ত একটি নির্দ্দিষ্ট হারে রাবার গাছ উৎপাদন দেয়। প্রতিটি গাছ হতে গড়ে বার্ষিক ১২ (বার) কেজি ল্যাটেক্স অর্থাৎ ৩ কেজি আর.এস.এস পাওয়া যায়। ২৫ বছর উৎপাদন দেয়ার পর রাবার গাছ অর্থনৈতিক জীবনচক্র হারায়। তবে ৩০ বছর পর্যন্ত উৎপাদন পাওয়া যায়।

২. অর্থনৈতিক জীবনচক্র হারানোর পর গাছগুলো কেটে পুন:বাগান সৃজন করতে হয়। এসকল গাছ থেকে বাগান ভেদে ৫-৮ ঘনফুট গোলকাঠ এবং প্রায় সমপরিমাণ জ্বালানী কাঠ পাওয়া যায়। প্রতি ঘনফুট গোলকাঠ হতে ৫০% হারে Out turn চেরাই কাঠ পাওয়া যায়। CCB ও প্রেসার ট্রিটমেন্টের পর রাবার কাঠ প্রথম শ্রেণীর কাঠ হিসেবে পরিগণিত হয়।

৩. আর্থিক মূল্য (প্রতি একর)ঃ

১. বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী প্রতি কেজি আর.এস.এস. এর মূল্য-২৪০/-– ২৭০/- টাকা (এই দর টেন্ডারে কম বেশী হতে পারে)। প্রতিটি গাছ হতে বছরে গড়ে ৩ কেজি আর.এস.এস. হারে প্রতি একরে ১৮০টি গাছ হিসেবে প্রাপ্ত আর.এস.এস. এর বার্ষিক আর্থিক মূল্য দাঁড়ায় (৩ কেজি আর.এস.এস x ১৮০টি গাছ x ২৪০/-টাকা)=১,২৯,৬০০/-টাকা (প্রসেসিং খরচ বাদে)। প্রতি কেজি আহরণ, প্রসেসিং, প্রশাসনিক খরচ-৪০/-টাকা হিসেবে (১৮০ x ৩ কেজি x ৪০) = ২১,৬০০/- টাকা। বার্ষিক নীট আয় দাঁড়াবে (১,২৯,৬০০/- – ২১,৬০০ = ১,০৮,০০০/-টাকা।

চলমান পাতা-২

২. ২৫ বছরে ১ (এক) একর হতে আর.এস.এস বাবদে বর্তমান বাজার দরে প্রাপ্তব্য আয় (১,২৯,৬০০/- x ২৫) = ৩২,৪০,০০০/-টাকা (আহরণ, প্রসেসিং ও প্রশাসনিক খরচ ব্যতীত) ।

৩. প্রতি কেজি আহরণ, প্রসেসিং ও প্রশাসনিক খরচ ৪০/-টাকা হারে ধরা হলে এখাতে ব্যয় দাড়াবে (১৮০টি গাছ x ৩ কেজি x ৪০/- x ২৫ বছর)= ৫,৪০,০০০/-টাকা । উক্ত খরচ বাদ দিলে ১ (এক) একরে ২৫ বছরে নীট মুনাফা দাঁড়াবে (৩২,৪০,০০০/- – ৫,৪০,০০০/-) = ২৭,০০০০০/-(সাতাইশ লক্ষ) টাকা ।

রাবার গাছ বিক্রি বাবদ আয়ঃ

১ । প্রতি একরে গাছের সংখ্যা-১৮০টি, গড় কাঠ পাওয়া যাবে ৬ ঘনফুট-যার ৫০% Out turn চেরাই কাঠ ৩ ঘনফুট হারে (১৮০ x ৩ ঘনফুট)= ৫৪০ ঘনফুট ।

২ । প্রতি ঘনফুট চেরাই কাঠের বতৃমান মূল্য-৮৫০/-টাকা হারে x ৫৪০ ঘনফুট= ৪,৫৯,০০০/-টাকা । আহরণ, চেরাই ও প্রসেসিং খরচ ৩৫০/-টাকা হারে x ৫৪০ ঘনফুট = ১,৮৯,০০০/- টাকা । নীট লাভ (৪,৫৯,০০০/- – ১,৮৯,০০০) = ২,৭০,০০০/-টাকা ।

৩ । **৫০% Wastage এবং Fire wood বাবদে প্রাপ্তব্যঃ**

Fire wood (১৮০ x ৬ স্টেক ঘনফুট)	=1080 Scft
50% Wastage হতে বিক্রিযোগ্য 40%	= 432 Scft
	=1512 Scft

প্রতি ৩ Scft তে ১মণ, প্রতি মণের বর্তমান মূল্য ৪০/-টাকা । এ হিসেবে এখাতে প্রাপ্তব্য (১৫১২ Scft ÷ ৩ x ৪০/-)= ২০,১৬০/- টাকা ।

উপরিউক্ত তথ্যানুযায়ীঃ

- প্রতি একর বাগান সৃজনে ব্যয় - =৪৩,৬০৫/-
- বার্ষিক নিট আয় - =১,০৮,০০০/-
- ২৫ বছরে প্রতি একরে উৎপাদন এবং রাবার কাঠ ও জ্বালানী কাঠ বিক্রি বাবদে সর্বমোট আয় (২৭,০০০/+ ২,৭০,০০০/-+ ২০,১৬০/-) =২৯,৯০,০০০/-
- রাবার কাঠ ও জ্বালানী কাঠ আহরণ, প্রসেসিং ইত্যাদি বাদে প্রতি একরে ২৫ বছরে নিট আয় দাঁড়াবে (২৯,৯০,০০০/- – ৪৩,৬০৫/-) =২৯,৪৬,৫০০/-

রাবার বাগান হতে প্রাপ্তব্য অতিরিক্ত আয়ঃ

“Additional income from rubber plantations and new carbon negative concept” শিরোনামে প্রাক্তন পরিচালক Rubber Research Institute of Srilanka (RRIS) Dr. LMK Tillekeratne এর এক প্রতিবেদনে (কপি সংযুক্ত পরিশিষ্ট-২) উল্লেখ করা হয় যে, শ্রীলংকার অন্যান্য কৃষি শস্যের চেয়ে রাবার চাষ অধিক লাভজনক ।

উক্ত প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয় যে, প্রতি হেক্টর রাবার বাগন বার্ষিক ৩৯.০২ টন কার্বন (প্রতি একরে ১৫.৮০ টন) গ্রহণ করে । প্রতি কেজি কার্বনের প্রস্তাবিত দর ২২ মার্কিন ডলার প্রতি হেক্টরে প্রতি বছরে ৫৮৫৬.৪ মার্কিন ডলার (৪,০৪,০৯১.৬০ টাকা) (প্রতি একরে ১,৬৩,৬০০/-টাকা) আয় করা সম্ভব ।

উক্ত আয় প্রতি একরে বার্ষিক রাবার উৎপাদন হতে প্রাপ্ত আয় হতে অধিক বলে দেখা যায় ।